জিহাদের বরকতময় কাফেলার
যুবকদের প্রতি পরামর্শ

শাইখ আবু আবদুর রহমান মাহাদ ওয়ারসামি
(হাফিজাহুল্লাহ)

দ্বিতীয় পরামর্শ
আল্লাহর নিয়ামতের ব্যাপারে অকৃতজ্ঞ হবেন না

১৪৪২ হি. / ২০২১

জিহাদের বরকতময় কাফেলার

যুবকদের প্রতি পরামর্শ

দ্বিতীয় পরামর্শ

আল্লাহর নিয়ামতের ব্যাপারে অকৃতজ্ঞ হবেন না

মূল
শাইখ আবু আবদুর রহমান মাহাদ ওয়ারসামি
(হাফিজাহুল্লাহ)

অনুবাদ
ইবনে তুফাইল

সম্পাদনা
আবদুল্লাহ মানসুর

وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾

“যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।” [সূরা আন-নিসা: আয়াত ১০০]

পরামর্শ দুইঃ আল্লাহর নিয়ামতের অকৃতজ্ঞ হবেন না

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿﴾

“কারণ আল্লাহ কোনো জাতিকে প্রদানকৃত নিয়ামত কখনও পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই পরিবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞানী।” (সূরা আনফাল, ৫৩)

মুজাহিদ ভাইদের প্রতি দ্বিতীয় পরামর্শ হচ্ছে, আল্লাহ আপনাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন সে বিষয়ে যেন আপনারা সবসময় কৃতজ্ঞ থাকেন। আর এই নিয়ামতের ব্যাপারে কখনো সন্দিহান হবেন না। কারণ এই সন্দেহ আপনার দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে দুঃখ বয়ে আনবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُم مِّنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿﴾

“আর যদি কেউ আল্লাহর নেয়ামত পাওয়ার পর তা অস্বীকার করে, তবে আল্লাহর আযাব নিশ্চিতভাবেই কঠিন” (সূরা আল বাকারাহ, ২১১)

আল্লাহর নিয়ামতকে সবসময়ই মনে রাখবেন এবং নিয়ামতরাজির প্রাচুর্যের জন্য আল্লাহকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবেন, শোকর করবেন। তাদের মতো হবেন না, যারা সাগরে জাহাজ ডুবন্ত অবস্থায় আল্লাহর আশ্রয় চাইতে থাকে, আল্লাহর প্রতি নিজেদের সমর্পণ করে এবং বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা জানাতে থাকে। কিন্তু যখনি আল্লাহ তাদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে নিরাপদে তীরে পৌঁছে দেন, তারা নিজেদের কিছুক্ষণ পূর্বের দুর্দশার কথা ভুলে দুনিয়ায় আবার অপকর্মে লিপ্ত হয়ে যায়।

তারা ভাবে যে, তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে মুক্ত, কিন্তু সত্যিকার অর্থে দুর্ভাগা ছাড়া আর কেউই নিজেদের আল্লাহর শাস্তির উর্ধ্বে মনে করে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿﴾ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿﴾ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ۙ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿﴾

“আর যখন সমুদ্রের মধ্যে বিপদ তোমাদের স্পর্শ করে তখন যাদের তোমরা ডাকো তারা চলে যায় কেবলমাত্র তিনি ছাড়া। কিন্তু তিনি যখন তোমাদের উদ্ধার করে তীরে নিয়ে আসেন, তখন তোমরা ফিরে যাও। আর মানুষ বড় অকৃতজ্ঞ। তবে কি তোমরা নিশ্চিত বোধ কর যে তিনি কোনো জমির কিনারায় তোমাদের নিশ্চিহ্ন করবেন না অথবা তোমাদের উপরে কোনো কঙ্করময় ঝড় বর্ষণ করবেন না? তখন তোমরা তোমাদের জন্য কোনো অভিভাবক পাবে না। অথবা তোমরা কি নিশ্চিত বোধ কর যে তোমাদের এই দশায় আরেকবার নিয়ে যাবেন না, তখন তোমাদের

বিরুদ্ধে পাঠাবেন এক প্রচণ্ড ঝড় এবং তোমাদের ডুবিয়ে দেবেন যেহেতু তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে। তখন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য এই ব্যাপারে কোনো প্রতিকারকারী পাবে না।" (সূরা আল ইসরা, ৬৭-৬৯)

মনে রাখবেন, আল্লাহ যেমন আপনাকে অবিশ্বাসের স্থান থেকে বিশ্বাসীদের কাতারে এনেছেন, ঠিক তেমনি তিনি আবার আপনাকে অবিশ্বাসের দুর্দশায় ফেলে দিতে পারেন যা থেকে তিনি আপনাকে উদ্ধার করেছেন। তাই, এক আল্লাহর প্রার্থনায় নিজেকে সর্বোচ্চ নিয়োজিত করুন এবং তার শরিয়াহ বাস্তবায়নে সৎ থাকুন। সুসময় বা দুঃসময়, ভীতিকর অবস্থায় বা নিরাপদে, কষ্ট কিংবা স্বাচ্ছন্দ্যে— যে অবস্থায় থাকুন না কেন, আল্লাহকে ভয় করুন। কারণ আল্লাহ মানুষকে বঞ্চিত করেন না, বরং মানুষই নিজেদের বঞ্চনার কারণ। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ

وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

"কারণ আল্লাহ কোনো জাতিকে প্রদানকৃত নিয়ামত কখনও পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই পরিবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছু শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞানী।" (সূরা আনফাল, ৫৩)

তাই আপনি যদি নিজের চিন্তা ও মানসিকতায় পরিবর্তন টের পান, যেমন আপনি যে সত্যের জন্য লড়াই করতে ভালবাসতেন তা আপনার আর ভালো লাগে না, কিংবা মুসলিম উম্মাহর জন্য আপনার দায়িত্বভার যদি আপনার কাছে বোঝা মনে হয়, তাহলে আপনার নিয়তের ব্যাপারে পুনরায় দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। প্রিয় ভাই আমার, সমস্যাটির যথাযথ কারণ অনুসন্ধান করুন এবং এই অবস্থা থেকে সমাধানের জন্য নিজের মানসিক অবস্থার পুনঃবিশ্লেষণ করুন যে সমাধান আল্লাহর সন্তুষ্টি নিশ্চিত করবে।

নুমান ইবনে বসির (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, "হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। এই দুটোর মাঝে রয়েছে এমনসব সন্দেহপূর্ণ বিষয় যেগুলোর সাথে মানুষ

পরিচিত নয়। তাই, যে এই অস্পষ্ট বিষয়গুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখে, সে তার ধর্ম ও সম্মানকে নিরাপত্তা দিয়েছে। আর যে এই অস্পষ্ট বিষয়ে যুক্ত হয়, তার অবস্থা হলো সেই রাখালের মতো যে তার পাল চরাচ্ছে কোনো সংরক্ষিত অভয়ারণ্যে এবং যেকোনো সময় এই নিরাপদ বেষ্টনী অতিক্রম করে ফেলতে পারে। সকল রাজারই নির্দিষ্ট সীমানা থাকে, আর পৃথিবীতে মানুষের জন্য আল্লাহর সীমারেখা হচ্ছে যা তিনি নিষিদ্ধ করেছেন। শরীরে মাংসের একটি টুকরো আছে। যদি এটা ভালো থাকে তবে শরীরের বাকি অংশ ভালো থাকে। আর যদি সেই অংশ খারাপ হয়, তবে সমগ্র শরীরই খারাপ হয়ে যায়। আর এই অংশটুকু হচ্ছে তার হৃদয়।" (মুসলিম)